দি রোজ ড্রেসেস লিঃ ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ ইসলাম ড্রেসেস লিঃ	**Health and Safety (OHS) Policy & Procedure.** **স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি**		
মোট পৃষ্ঠা - ০৫	কার্যকরের তারিখ ৩১.০১.২০১১	সর্বশেষ নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২৩	পরবর্তী নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২৪

পরিধিঃ এই নীতি ও পদ্ধতি ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সকল কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিক সহ বোর্ড অব ডিরেক্টর এর অন্যান্য সদস্যের জন্য ও একইভাবে প্রযোজ্য। তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই নীতিমালা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ঠিকাদার এবং সরবরাহকারীদের জন্য ও প্রযোজ্য। এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা হিসাবে এ নীতিমালাটি ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্ত সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	২
২	স্কোপ, উদ্দেশ্য ও নীতি বিবৃতি	২
৩	পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি	২
৪	স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি	২
৫	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি	৩
৬	কর্মস্থলে ঝুঁকি ও দূর্ঘটনা কমানোর জন্য কর্তৃপক্ষের করনিয় বিষয়সমূহ	৩
৭	ঝুকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৩
৮	স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতি কেমিক্যাল এর সঠিক ব্যবস্থাপনা	৩
৯	স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতি আত্মরক্ষার সরঞ্জামাদি	৩
১০	আত্মরক্ষার সরঞ্জামাদি (PPE) ও তার সঠিক ব্যবহারবিধি	৩
১১	চোখের নিরাপত্তা, ভবনের নিরাপত্তা	৪
১২	স্বয়ক্রীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা	৪
১৩	মেঝে, সিড়ি,এবং চলাচল পথ	৪
১৪	বায়ু চলাচলাচলের ব্যবস্থা ও তাপমাত্রা	৪
১৫	খাবারের পারি ব্যবস্থা ও পরীক্ষাকরন, শৌচাগার, শব্দ নিয়ন্ত্রন	৪
১৬	অতিরিক্ত ওজন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা	৪-৫
১৭	অগ্নিকান্ড সম্পর্কীয় সতর্কতা	৫
১৮	অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ	৫
১৯	বিস্ফোরক, দাহ্য, ধোঁয়া, গ্যাস	৫
২০	নীতিমালা বাস্তবায়ন, সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা এবং প্রতিরোধমূলক কর্মপরিকল্পনা	৫
২১	উপসংহার	৫

অবদানকারী	নাম	পদবী	যোগাযোগের মাধ্যম
অনুমোদনকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
ইস্যুকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
কর্তৃপক্ষ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মনোয়ার সালেহিন, এনডিসি,পিএসসি(অবঃ)	নির্বাহী পরিচালক	monwar.salehin@islam-garments.com

যে সব নথীপত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনীসহ
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ সংশোধনীসহ
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
কারখানার ব্যবসায়িক আচারণ বিধি ও নৈতিকতা
সরবরাহকারীর নৈতিকতা বিধি

ভূমিকা ঃ অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানায় একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকে। কারখানায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে সকল কর্মীগণকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কল্যানমুখি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে সেহেতু শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও তাদের নিরাপত্তাদানের বিষয়টি অবশ্যই জরুরী। তাই বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং পেশাগত নিরাপত্তার ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দেশ্য ঃ

উক্ত নীতি ও পদ্ধতি প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য হল অত্র কারখানায় নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ সুনিশ্চিত করা। অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানার পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরিবেশ সংক্রান্ত জাতীয় বিধিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কারানায় একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা, কারখানার কর্মী ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করা। উক্ত নীতিমালার আলোকে কারখানার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করে।

নীতিমালার পরিধি ঃ

উক্ত নীতিমালাটি শুধুমাত্র অত্র কারখানার কর্মীদের ক্ষেত্রেই প্রযোয্য নয় বরং কারখানায় আগত সকল দর্শনার্থী, ক্রেতা, ব্যবসায়িক সহযোগী, কারখানার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পন্য সরবরাহকারী ও সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

নীতি বিবৃতি ঃ

অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ একটি স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কর্মীদের পেশাগত অসুস্থ্যতা এবং আঘাত প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বদ্ধপরিকর। সেই প্রতিশ্রুতির আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি জারি করে থাকে। অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা জাতীয় আইন ও প্রবিধান মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কর্মীগনকে পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে থাকে। এছাড়াও কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি কার্যকর নিরাপত্তা কমিটি গঠন করার ক্ষেত্রে, একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা স্থাপন এবং তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে, পর্যাপ্ত যোগ্য কর্মী সরবরাহ করতে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও ক্রমাগত উন্নতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, সকল কর্মীদের এ নীতি স্পর্কে অবগত করতে, কর্মক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত যে কোন বিপদজ্জনক পরিস্থিতি আঘাত, দূর্ঘটনা বা অসুস্থ্যতার বিষয়ে দ্রুত রিপোর্ট করার পদ্ধতি ইত্যাদি।

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি ঃ

অত্র কারখানায় পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ম বজায় রাখার ক্ষেত্রে কারখানা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, নর্দমা, পায়খানা বা অন্য জঞ্জাল থেকে উচ্ছাসিত গ্যাস থেকে মুক্ত রাখা। প্রতিদিনই ঝাড়ু দেয়া, সপ্তাহে একবার জীবানুনাশক ব্যবহার করা, যথাযথ পয়নিষ্কাশন করা, চুনকাম করা, রং বা বার্নিশ করা, পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা, সঠিক তাপমাত্রা সংরক্ষন, ধূলা-ময়লা এবং ধোঁয়া বের করে দেয়ার ব্যবস্থা, কৃত্রিম আদ্রতা, অতিরিক্ত ভীড়, এড়ানো ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, আলোক স্বচ্ছতা নিবারন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা/ প্রশাবখানা ব্যবস্থা করা, বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা করা, থুথু ফেলার পিকদানির ব্যবস্থা ইত্যাদি। অত্র কারখানা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লিনার ও সুইপার নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক ফ্লোরে কর্মীদের জন্য সহজে প্রাপ্য বিশুদ্ধ পানি পান করার ব্যবস্থা রয়েছে, ফ্লোরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষন বিষয়ে বিদ্যমান জাতীয় আইন ও বিধিমাল, ক্রেতাদের চাহিদা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রনীত নিয়ম নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষনে ক্রমাগত উন্নয়ন সাধন করা।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ঃ

অত্র কারখানায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে সকল কর্মীগণকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী অত্র কারখানায় সুসজ্জিত ও পর্যাপ্ত সুবিধা সংক্রান্ত একটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত রেজিষ্টার্ড চিকিৎস্যক, মেডিকেল সহকারি ও নার্স রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক ফ্লোরে পর্যাপ্ত ফার্ষ্ট এইড বাক্সসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক ফার্স্ট এইড কর্মী রয়েছে। ফার্স্ট এইড বক্সটি প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্রসহ ফার্স্ট এইড কর্মীর অধীনে সংরক্ষিত থাকে। নিয়মিতভাবে ফার্স্ট এইড কর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং জখম প্রাপ্ত কর্মীগণের জন্য ইনজুরী রেজিস্টার রয়েছে এবং তা প্রতিনিয়ত আপডেট করা হয়ে থাকে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি ঃ

সাধারনত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, শ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রমিকদের শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রের রোগ ও দূর্ঘটনা বিবেচনা না করে শ্রমিকের দৈহিক, মানসিক, এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে বোঝায়। স্বাস্থ্য - সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো স্বাস্থ্যেও উপর যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হলে কোন দূষিত বস্তুকে হয় শরিরের সংস্পর্শে আশতে হবে অথবা শরীরে প্রবেশ করতে হবে। তবে তা সাধারনত ৩ টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে যেমনঃ (১) শ্বাস-প্রশ্বাস (২) সংস্পর্শ (৩) গল:করন

কর্মস্থলে ঝুঁকি ও দূর্ঘটনা কমানোর জন্য কর্তৃপক্ষের করনিয় বিষয়সমূহ ঃ

অত্র করাখানায় কর্মস্থলের ঝুঁকি ও দূর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিয়মিত পরিদর্শন কওে থাকেন এবং সে অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদান করে থাকে এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে থাকেন এবং কর্তৃপক্ষ সে অনুযায়ী তাৎক্ষনিক সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিম্নে কর্তৃপক্ষের করনিয় বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো ঃ

ঝুকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ

অত্র কারখানায় ঝুকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারখানায় ঝুকিপূর্ন কোন কাজে কর্মী নিয়োগ করলে নিয়োগের তিন মাসের মধ্যে কর্মীকে কারখানা কর্তৃক সম্পূর্ন বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।অত্র কারখানায় যে সকল কর্মী ঝুকিপূর্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে তাদের সকলকেই অত্র কারখানা কর্তৃক সম্পূর্ন বিনা মূল্যে কমপক্ষে বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার আওতায় রয়েছে যে সকল কর্মী তা নিম্নরুপ ,

যেমন, স্পট ম্যান, ক্যান্টিন বয়, চাইল্ডকেয়ার টেকার, কুক, বয়লার অপারেটর, জেনারেটর অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান, থ্রেড সাকিং অপারেটর ইত্যাদি ।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতি কেমিক্যাল এর সঠিক ব্যবস্থাপনা ঃ

অত্র কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি (কেমিক্যাল) ব্যবহার এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরন করে থাকে যেমন;

কেমিক্যাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে (বাতিল ক্যামিকেল ব্যতীত) কোম্পানীর সু নির্দিষ্ট ক্রয় নীতিমালা অনুসরন করা হয়ে থাকে, খরিদকৃত কেমিক্যাল টেকনিক্যাল ডাটা ও এমএসডিএস অনুসারে আন্তজার্তিক মান সম্পন্ন ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। খরিদকৃত কেমিক্যাল এমএসডিএস এর নির্দেশনা মোতাবেক ষ্টোরে সংরক্ষন করা হয়ে থাকে। কেমিক্যাল ব্যবহারকারী তার ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করে ক্যামিক্যাল সংক্রান্ত কাজ করতে পারবে। মেয়াদউত্তির্ন কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না, কেমিক্যাল নিয়ে কর্মরত সকল কর্মীকে আইনানুযায়ী স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়ে থকে। ব্যবহৃত কেমিক্যালের উচ্ছিষ্টাংশ বা বর্জ্য ইনফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পরিশোধন ব্যতীত ড্রেনে ফালানো হয় না। অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কেমিক্যাল ষ্টোরে প্রবেশ করতে পারবে না। কেমিক্যাল টেকনিক্যাল ডাটা এমএসডিএস সেফটি সাইন/সংকেত ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নীতি আত্নরক্ষার সরঞ্জামাদি ঃ

অত্র কারখানায় কর্মীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার লক্ষ্যে একটি লিখিত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের আত্নরক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি আছে। শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানাকে রক্ষা কিংবা পরিচালনার জন্য যেমন কর্মীর প্রয়োজন তেমনি তাদের রক্ষা করার জন্য কারখানায় কতিপয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য । অত্র কারখানায় কর্মীদের সঠিক পিপিই আত্নরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কর্মীরা সঠিক পিপিই ব্যবহার করছে কিনা তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের সুপারভাইজার মনিটরিং করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। সকল কর্মীগণকে সংশ্লিষ্ট আত্নরক্ষামূলক যন্ত্রাদি ব্যবহারের লিখিত ব্যবহারবিধি প্রদান করা হয়ে থাকে ।

আত্নরক্ষার সরঞ্জামাদি (PPE) ও তার সঠিক ব্যবহারবিধি ঃ

হাত মোজা (Hand Gloves) ঃ অত্র কারখানায় কর্মরত সকল কর্মীগণকেই নির্দিষ্ট ও সঠিক পিপিই ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। প্রথমেই দেখে নিন আপনাকে যে হাত মোজাটি দেওয়া হয়েছে তা আপনার হাতে সঠিক ভাবে লাগছে কিনা ? মুখোশ (Mask) ঃ অত্র কারখানায় যারা ফ্লোরের কাজের সাথে জড়িত আছেন তাদের জন্য মাস্ক এর ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। প্রথমে দেখে নিন যে মাস্কটি আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা আপনার মাপ মত হয়েছে কিনা ? এটির সমস্ত অংশ সঠিক আছে কিনা ? একাধিকবার আপনার নাক এবং মুখে স্থাপন করে নিশ্চিত হোন যে এটি আপনার কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করছে কিনা ? প্রত্যেকদিন এটি পরীক্ষা করুন এবং ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করে পরিবর্তন করে নিন। এই মাস্কটি ব্যবহার করলে আপনার নাক ও মুখের মাধ্যমে কোন ময়লা/ধূলাবালি দেহভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না । তাই এটি ব্যবহারে যত্নবান হোন । কানের ছিপি (Ear plug) ঃ কানে ছিপিটি অথবা ইয়ার মাফটি এমনভাবে পরতে হবে যাতে বাহিরের শব্দ কানে প্রবেশ করতে না পারে ।

চশমা (Eye Protector) ঃ যারা রসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে এবং ওভার লক, বারটেক, সুইং মেশিন অপারেটর করে তারা চশমা ব্যবস্থা করি, যাতে এসিড কিংবা বোতামের ভাঙ্গা আংশ চোখের কোন ক্ষতি করতে না পারে। কোন ত্রুটি পরিলক্ষত হলে সাথে সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজারকে অবহিত করা এবং পরিবর্তন করে নেওয়া।

চোখের নিরাপত্তা ঃ

শ্রম আইন মোতাবেক অতিরিক্ত আলোকচ্ছটা বা তাপের ফলে চোখের ক্ষতির আশংকা থাকলে ঐ সকল কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য কার্যকর পর্দা/চশমার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শ্রম আইন মোতাবেক ২৪ ভোল্টের বেশী কোন রকম বহন যোগ্য বৈদ্যুতিক আলো উল্লেখিত স্থানে ব্যবহার করা যাইবেনা । শ্রম আইন মোতাবেক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের নোটিশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার নোটিশের ব্যবস্থা রয়েছে । শ্রম আইন মোতাবেক যে কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটলে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা

এবং লিখিত বিবরণের একটি কপি মালিক প্রত্যেক বছরের ৩০ শে জুন এবং ৩১ শে ডিসেম্বর-এর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে প্রধান শ্রম পরিদর্শককে অবহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে । কারখানায় বায়ু চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত দরজা,জানালা ও এগজষ্ট ফ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে

ভবনের নিরাপত্তা ঃ

ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে যদি কোন পরিদর্শকের নিকট ইহা প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের কোন ভবন বা ইহার কোন অংশ এমন অবস্থায় রয়েছে যা মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তা হলে তিনি মালিকের নিকট লিখিত আদেশ জারী করে উহাতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারবেন। ভবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবেন। ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিম্নরুপঃ

স্বয়ক্রীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও যন্ত্রপাতি ঘিরিয়া রাখা ঃ

অত্র কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক স্বয়ক্রীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে যা পার্শ্ববর্তী চলাচলের পথ ১৮ ইঞ্চি বা ৪৫ সেঃমিঃ-এর উপরে রযেছে ।অত্র কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ মোতাবেক ট্রান্সমিশন যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ অন্যান্য যে কোন যন্ত্রের প্রত্যেকটি বিপজ্জনক অংশ সু-দৃঢ়ভাবে ঘিরিয়া রাখার ব্যবস্থা করা । চলন্ত যন্ত্রপাতিতে বা তাহার নিকটে কাজ করা শ্রম আইন মোতাবেক যে কোন মেশিনের চালু বা পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে বা অন্য কোন এডজাষ্টিং অপারেশনের প্রয়োজন হলে ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক/ টেকনিশিয়ান দিয়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মেঝে, সিড়ি, এবং চলাচল পথ ঃ

শ্রম আইন মোতাবেক মেঝে, সিড়ি, এবং চলাচল পথ মজবুত ভাবে নির্গমন ও ধরার রেলিং এর ব্যবস্থা এবং যথাপযুক্তভাবে নিরাপত্তামূলকভাবে নির্গমন প্রবেশ ও বহিগমনের পথের ব্যবস্থা করতে হবে ।

বায়ু চলাচলাচলের ব্যবস্থা ও তাপমাত্রা ঃ

অত্র কারখানায় পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ভাবে (নির্দিষ্ট সময় পর পর/মাসে অন্তত ১ বার) বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা পরিমাপ করবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকেন।

খাবারের পানি ব্যবস্থা ও পরীক্ষাকরন ঃ

অত্র কারখানায় নিযুক্ত কর্মীগণ পান করার জন্য যথোপোযুক্ত/নির্দিষ্ট স্থানে সর্বক্ষণ বিশুদ্ধ খাবার পানির সুব্যবস্থা রয়েছে। কর্মীগণ তাদের নিজস্ব বোতলে পানি সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনে সেখান থেকে পানি পান করতে পারেন। প্রতিটা খাবার পানির ফিল্টার নিকটে একটা করে গ্লাস/মগের ব্যবস্থা রয়েছে। খাবার পানির ফিল্টার নিকটে পানির টেস্ট রিপোর্ট ঝুলানো রয়েছে। অত্র কারখানায় নিয়মিত খাবার পানির পরীক্ষা করানো হয় এবং রিপোর্ট সংরক্ষন ও প্রদর্শন করা হয় । খাবার পানির স্যাম্পল প্রশাসন বিভাগের তত্বাবধানে পরীক্ষাগারের বোতলে, ফিল্টার আউটলেট ট্যাপ থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কমপক্ষে ৯টি প্যারামিটার পরীক্ষা করাতে হবে । এ কাজটি সর্বদা মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই করানো হয়ে থাকে।

শৌচাগার ঃ

অত্র কারখানায় পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। শৌচাগার যথোপযুক্তভাবে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিস্কার অথবা জীবানুনাশক দিয়ে সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর নির্দেশনা মোতাবেক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে।

শব্দ নিয়ন্ত্রন ঃ

অত্র কারখানায় শব্দ দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শব্দের স্বাভাবিক সহনীয় মাত্রা ৭৫ - ৮৫ ডেসিবেল ।

অতিরিক্ত ওজন ঃ

অত্র কারখানায় বাংলদেম শ্রম আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজনবিশিষ্ট কোন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার বা সরঞ্জাম কারো সাহায্য ব্যতীত বা মাথায় করে উত্তোলন, বহন বা অপসারনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা যাবে না। যথা:-(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ--৫০ কিলোগ্রাম; এবং (খ) প্রাপপ্ত বয়স্ক মহিলা --৩০ কিলোগ্রাম। (২) পরিবহনের জন্যব্যবহৃত রাস্তা অবশ্যই এমনভাবে বাঁধামুক্ত হতে হবে যাতে যেন হোচট খাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং তা যেন কোনভাবেই পিচ্ছিল না হয়। তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে ওজন বহন করে উপড়ে উঠাতে হয় সে ক্ষেত্রে উপরি পরিমান কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ অনুযায়ী পরিদর্শকের নির্দেশ মোতাবেক কম করতে হবে যা বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ৪০ কিলোগ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে ২৫ কিলোগ্রামের অধি হওয়া যাবে না। (৩) অত্র কারখানার কোনকোজের জন্য কিশোর, কিশোরী ও অন্তসত্ত্বা অবস্থায় মহিলাকে কোন দ্রব্য, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি হাতে বা মাথায় করে বহন, উত্তোলন বা অপসারনের জন্য নিয়োজিত করা হয় না।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ঃ

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে;

কাজের শুরু/শেষে ইউনিট/ফ্লোরের সমস্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। বয়লার কক্ষ পরিদর্শন উপযোগী করে গড়ে তোলা। বাস্প লাইনে ছিদ্র বা লিকেজ এবং কোন খোলা পাইপ না থাকা। কোথাও কোন খোলা তার না থাকা। ডি. বি. বোর্ডে ডেঞ্জার প্লেট লাগানো থাকবে এবং এর আশে পাশে বৈদ্যুতিক শকের চিকিৎসার নিয়মাবলীর পোষ্টার রাখা। ডি. বি. বোর্ডগুলি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন ও আশে পাশে কোন মালামাল না থাকা। প্রতিটি আয়রন সকেট থেকে বিচ্ছিন্ন না করে কর্মস্থল ত্যাগ না করা। প্রতিটা আয়রন বা ভ্যাকুয়াম আয়রন পুরাপুরি সঠিকভাবে আয়রন স্ট্যান্ড এর উপর রাখা। আয়রন ব্যবহারকারীকে প্লাষ্টিক ম্যাট অথবা কাঠের পিড়ি/পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করা। সকল মেশিনে মটর পুলিকভার রাখা। কোন মটর, ফ্যান, মেশিনের বাজে শব্দ না থাকা। কোন প্রকার ভাংগা বা পোড়া প্লাগ, সকেট, সুইচ না রাখা। টিউব লাইটের ষ্টারটার সঠিকভাবে থাকতে হবে যেন সমস্ত লাইট এক সংগে জ্বলে উঠে। মটর বা মেশিনের তারগুলি সুন্দরভাবে ড্রেসিং করা থাকতে হবে। সব চ্যানেলগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ভিতরে কোন ডাস্ট থাকবে না। টিউব লাইটের শেডের উপর ডাষ্ট জমতে দেওয়া যাবেনা। কারন ডাষ্ট আগুন ধরতে সহায়তা করে। কোন বৈদ্যুতিক তারে আগুন ধরে গেলে কিংবা তারের কোন অংশ থেকে ধোয়া বের হলে কী করণীয় তা লিখে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ঃ

অত্র কারখানার কর্মীগণ অগ্নি নির্বাপনের সময় দ্রুত বের হয়ে যেন নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে, সে জন্য প্রশস্ত পথ, হুশিয়ারী সংকেত, অগ্নি নির্বাপন সকল যন্ত্রপাতির সু ব্যবস্থা রয়েছে। কোন রুম থেকে বহির্গমন হবার দরজাগুলো তালাবদ্ধ বা শক্ত করে আটকানো অবস্থায় রাখা হয়না এবং প্রতিটি দরজা এমনভাবে তৈরী করা যাতে বাহিরের দিক থেকে সহজে খোলা যায় (যেন ভেতর থেকেও তা সহজে খোলা যায়)। ভেতরে কাজ চলাকালীন সময়ে রুমের/ফ্লোরের কোন দরজা তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়না কিংবা তাতে প্রতিবন্ধকতা থাকে না।বেশীর ভাগ শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় (বাংলায়) প্রতিটি কারখানায় সকল জরুরী বহির্গমন পথ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে। কোন কারখানা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে কমপক্ষে দুটি করে জরুরী বহির্গমন পথ থাকতে হবে এবং অনুরূপ কোন বহির্গমন পথ প্রস্থে ৩২ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফুটের কম হবে না। প্রতিটি কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিককে অগ্নিকান্ড সম্পর্কে কার্যকর ও সহজে শ্রবনযোগ্য (PA Public Announcement System) উপায়ে হুশিয়ারি/সতর্কতা দেয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি কারখানায় ভবনের ভিতরে বা বাহিরের দিকে স্থায়ীভাবে নির্মিত রেলিংসহ কমপক্ষে দুটো সিড়ির ব্যবস্থা আছে এবং সিড়িগুলো দিয়ে নীচতলা পর্যন্ত সরাসরি এবং বাধাহীন যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে (অর্থাৎ নিয়মিত মাসে দুইটি অগ্নিনির্বাপন মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়)। কাজের স্থান থেকে বহির্গমন পথ পর্যন্ত যাতায়াত যথোপযুক্তভাবে বাধাহীন ও খোলামেলা আছে। অগ্নিকান্ডের সময় আত্মরক্ষা বা জরুরী নির্গমন/পলায়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রমিকগন অবহিত আছেন এবং এধরনের দুর্ঘটনার সময় আত্মরক্ষা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রশিক্ষন পেয়েছেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি কারখানায় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ।

অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহঃ

প্রতিটি কারখানায় প্রতি তলায় প্রতি ১০০০ বর্গফুট এলাকার জন্যে কমপক্ষে দুই গ্যালন ধারনক্ষমতা সম্পন্ন দুটি করে এবং প্রয়োজনে সর্বনিম্ন চারটি অগ্নি নির্বাপন কাজে ব্যবহৃত বালিভর্তি বালতি রাখা আছে। সকল কারখানার প্রতিটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রকে ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং উহা ফ্লোর পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা আছে। প্রতি কারখানায় প্রত্যেক ধরনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ রাখা আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এমন অবস্থায় সর্বোচ্চ ১২ টি খুচরা যন্ত্রাংশ মজুদ আছে। প্রত্যেক শ্রমিককে ক্ষেত্রবিশেষ কারখানার প্রতিটি বিভাগে নিয়োজিত শ্রমিকদের অন্তত এক-চতুথাংশকে বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের (ফায়ার এক্সটিংগুইসার) ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষন দেয়া আছে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সকল অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য প্রত্যেক কারখানায় একজন প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন।

বিস্ফোরক, দাহ্য, ধোঁয়া, গ্যাসঃ

কোন বিশেষ ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের কারনে ধোঁয়া, গ্যাস বা বাস্প যদি এমন প্রকৃতির হয় যে, আগুনের সংস্পর্শে আসলে তাতে বিস্ফোরন ঘটতে পারে, সে ক্ষেত্রে উক্ত বিস্ফোরন পরিহারের জন্য যাবতীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে- উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রের বা কলকব্জার কার্যকর নির্গমন মুখ, উৎক্ষিপ্ত ধুলিকনা, ধোঁয়া, গ্যাস বা বাস্প অপসারন বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আগুনের সংস্পর্শে আসার যাবতীয় উপায় বন্ধ করা ।

নীতিমালা বাস্তবায়ন, সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা এবং প্রতিরোধমূলক কর্মপরিকল্পনা ঃ

উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিরোধমূলক কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মানবাধিকার লঙ্গন করা হচ্ছে কিনা, সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যেমন, সমাধানের সাধারন পদ্ধতীগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, সকল ধরনের ঝুকি চিহ্নিত করা, কি সমস্যার কারনে ঝুঁকির মূল কারন খুজে বের করা এবং ভবিষ্যতে যেন এমন সমস্যা পুনরায় না ঘটে সে জন্য পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাস্তবায়ন ও সংশোধনমূলক (CAP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

উপসংহারঃ

কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালার প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক। এই নীতিমালা সময়ের সাথে সাথে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের সুযোগ থাকবে ।

M. SALEHIN
Executive Director
The Rose Dresses Ltd.